বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৩

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯১সি এর ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ ও মোতায়েনের জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিল। যথা;

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:**

(১) এই নীতিমালা স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

ক. “কমিশন” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

খ. “নির্বাচন প্রক্রিয়া” অর্থ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণার পর হইতে প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনি প্রচার, ভোটগ্রহণ, ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা সংক্রান্ত কার্যাদি;

গ. “নির্বাচন পর্যবেক্ষক” অর্থ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অধীন নির্বাচনসহ নির্বাচন কমিশনের অধীন যে কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন বা কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা পর্যবেক্ষকগোষ্ঠী;

ঘ. “পর্যবেক্ষক সংস্থা” অর্থ কোন সংস্থা যাহা বাংলাদেশের কোন আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং কমিশন হইতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দুই বা ততোধিক সংস্থা একটি গ্রুপ কিংবা পার্টনারশিপ গঠন করিলে, ঐ গ্রুপ বা পার্টনারশিপকে একক পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হইবে; এবং

ঙ. “নির্বাচনি এলাকা” অর্থ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে - সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন সংসদীয় এলাকা এবং উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত এলাকা।

৩। **নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য:**

কমিশন মূলত দুইটি কারণে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয় উৎসাহিত করিয়া থাকে-

(১) সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন ক্রটিবিচ্যুতি সংঘটিত হইয়া থাকিলে সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া; এবং

(২) নির্বাচনি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নির্বাচনি উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাহাতে ভবিষ্যতে চিহ্নিত ক্রটিবিচ্যুতিসমূহ সংশোধন করা যায়। নির্বাচনি পরিবেশ এবং উহার ব্যবস্থাপনাসহ সমগ্র নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট সবকিছুই দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মূল কাজ। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার গুণগত মান ও যথার্থতা সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিবেদন তৈরি করিবার মধ্যেই পর্যবেক্ষণের সফলতা নিহিত।

(৩) নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন কমিশনকে সরবরাহের জন্য স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কোন নির্বাচনের বিশেষ ফলাফলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়, ইহা শুধুমাত্র নির্বাচনের ফলাফলের বিষয়ে সঠিক ও সততার সাথে স্বচ্ছ ও সময়ানুযায়ী রিপোর্ট প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত। নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান ছাড়াও নির্বাচনে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

৪। **নিবন্ধন প্রক্রিয়া:**

নির্বাচন কমিশন পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যাদি নিম্নোক্তভাবে সম্পন্ন করিবেঃ

৪.১ পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের জন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে। পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক সংস্থাকে গণবিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে [EO-1] আবেদন কমিশন সচিবালয়ে জমা দিতে হইবে। নির্ধারিত ফরমে বর্ণিত তথ্যাদি যথাযথ পূরণপূর্বক বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত দলিলাদি আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে;

৪.২ গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে কাজ করিয়া আসিতেছে এবং যাহাদের নিবন্ধিত গঠনতন্ত্রের মধ্যে এই সকল বিষয়সহ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে তথ্য প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণের অঙ্গীকার রহিয়াছে কেবল সেই সকল বেসরকারি সংস্থাই নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে;

৪.৩ (ক) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সহিত সরাসরি জড়িত ছিলেন বা আছেন কিংবা নিবন্ধন লাভের জন্য আবেদনকৃত সময়ের মধ্যে কোন নির্বাচনের প্রার্থী হইতে আগ্রহী এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি পর্যবেক্ষণের জন্য আবেদনকারী কোন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কিংবা পরিচালনা পর্ষদের বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন উক্ত সংস্থাকে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন করা হইবে না।

(খ) আবেদনকারী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কিংবা পরিচালনা পর্ষদের বা ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় মর্মে আবেদনের সাথে লিখিত হলফনামা জমা দিবে।

(গ) নির্বাচন কমিশনে স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন পেতে ইচ্ছুক এমন কোন প্রতিষ্ঠান যার নামের সাথে জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের নামের হুবহু মিল রয়েছে অথবা কাছাকাছি নাম ব্যবহার করা হয়েছে যা দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) নির্বাচন কমিশনে স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন পেতে ইচ্ছুক এমন কোন প্রতিষ্ঠান যার নামের সাথে আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক কোন প্রতিষ্ঠানের নামের হুবহু মিল রয়েছে অথবা কাছাকাছি নাম ব্যবহার করা হয়েছে যা দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানকে ঐ আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সংস্থা হতে লিখিত অনাপত্তিপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) এছাড়া আবেদনের সাথে নিম্নলিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবে:-

- সংস্থার গঠনতন্ত্র (নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হতে হবে);
- সংস্থার বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড/পরিচালনা পর্ষদ/কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা(নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত) ;
- সংস্থার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক);

- সংস্থার নিবন্ধিত অফিসের নাম ও ঠিকানা (পরিবর্তন হলে তার স্বপক্ষে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকতে হবে);
- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা;
- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কার্যাবলীর তালিকা;
- সর্বশেষ দুই বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন;

৪.৪ (ক) কমিশন প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই-বাছাই করিয়া প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের উপযুক্ত সংস্থাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে। এই তালিকা সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য ১৫ (পনের) কার্যদিবস সময় দিয়ে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে;

(খ) তালিকায় উল্লিখিত কোন সংস্থার বিষয়ে আপত্তি প্রদান করা হইলে আপত্তির সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় আপত্তি গ্রহণ করা হইবে না।

৪.৫ আপত্তির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর,

(ক) কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে, আপত্তি প্রদানের তারিখ সমাপ্ত হইবার ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(খ) কোন আপত্তি দাখিল করা হইলে, ঐ আপত্তির উপর উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে কমিশনে শুনানি গ্রহণ করিবার পর কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। তবে শুনানীতে কোন পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে কমিশন একতরফাভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে;

(গ) উল্লিখিত ক ও খ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী ও আপত্তিকারী উভয়কে লিখিতভাবে অবহিত করা হইবে।

৪.৬। যেসব সংস্থাকে নিবন্ধন দেওয়া হইবে তাহাদেরকে নির্বাচন কমিশন হইতে নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

৫। নিবন্ধনের মেয়াদঃ

প্রতিটি সংস্থার নিবন্ধনের মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে, যদি না কোন কারণে উহা তৎপূর্বেই বাতিল করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হলে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক সংস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

শর্তসমূহ:

(ক) নিবন্ধন প্রাপ্তির পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের যেকোন ১টি সাধারণ নির্বাচন ও স্থানীয় সরকারের অন্তত ৪টি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে দাখিল করতে হবে।

(খ) প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর নিবন্ধিত সংস্থাসমূহের দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন কমিশন সচিবালয়ে দাখিল করতে হবে।

(গ) নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত অবস্থায় সংস্থাটিকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নীতিমালা ও দেশের প্রচলিত আইন-বিধি মেনে চলতে হবে।

(ঘ) নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হলে উপরোক্ত শর্ত পূরণ করে নিবন্ধন নবায়নের জন্য সংস্থাটিকে সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে মাননীয় কমিশন সংস্থাটির নবায়নের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

৬। নিবন্ধন বাতিলঃ

৬.১ নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার বিরুদ্ধে পর্যবেক্ষণ নীতিমালা লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে। নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় পর্যবেক্ষক সংস্থাটিকে উহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সহ একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবে। অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি কমিশনের কাছে শুনানির জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কমিশনে শুনানি গ্রহণ করিবার পর অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে সংস্থাটিকে অবহিত করা হইবে। শুনানিতে পর্যবেক্ষক সংস্থা আইনজীবী নিয়োগ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের সুযোগ পাইবে;

৬.২ নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বা শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে জড়িত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত বা প্রতিবেদনের আলোকে উক্ত সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে;

৭। পর্যবেক্ষক সংস্থার দায়িত্ব:

পর্যবেক্ষক সংস্থা নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেঃ

৭.১ ক.পর্যবেক্ষক সংস্থা নির্বাচনের সময়সূচি জারি হইবার ১০(দশ) দিনের মধ্যে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহে কেন্দ্রীয় বা স্থানীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছুক তাহা উল্লেখপূর্বক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করা;

খ. আবেদনের সাথে এলাকা ভিত্তিক পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রদান করা;

গ. নির্বাচন কমিশন হইতে অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই উক্ত সংস্থার জন্য নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকায় মোতায়েন করিবার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া;

ঘ. রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদন জমা দেয়ার সময় প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের এস.এস.সি. বা সমমানের পরিক্ষার সার্টিফিকেট, জাতিয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ফরম EO-2 এবং ফরম EO-3 (অঙ্গীকারনামা) দাখিল করা।

৭.২ এমন একটি পর্যবেক্ষক মোতায়েন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যাহাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ এলাকা (যেমন- উপজেলা/ থানা/সংসদীয় এলাকা) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়;

৭.৩ নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের তথ্যাবলী ফরম EO-2 তে সংরক্ষণ এবং প্রত্যেক পর্যবেক্ষক টীমের পর্যবেক্ষণ এলাকা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া;

৭.৪ প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাহাদের কর্মদক্ষতা মনিটর করা;

৭.৫ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব যাহাতে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত পালন করিতে পারেন সেইজন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা;

৭.৬ কোন পর্যবেক্ষক নীতিমালা অনুসরণ করিতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের কার্যাবলী মনিটরিং করা। কোন পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাহা দ্রুত তদন্ত করিয়া দেখিবে এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষককে মিশন হইতে প্রত্যাহার বা বহিষ্কার করা।

৮। **পর্যবেক্ষকের যোগ্যতাঃ**

পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য একজন ব্যক্তির নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকিতে হইবেঃ

৮.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;

৮.২ বয়স ২৫ (পঁচিশ) বা তদূর্ধ্ব হইতে হইবে;

৮.৩ ন্যূনতম এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে;

৮.৪ কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হইতে পারিবে না;

৮.৫ কোন নিবন্ধিত বা অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইতে হইবে;

৮.৬ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অঙ্গীকারনামা ফরম EO-3 স্বাক্ষর এবং স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন মানিয়া চলিতে হইবে;

৮.৭ পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তির কোন রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থীর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকিতে পারিবে না;

৮.৮ কোন রাজনৈতিকদল বা এর কোন অঙ্গসংগঠনের সাথে কোনভাবে যুক্ত কেহ নির্বাচন পর্যবেক্ষক হইতে পারিবেন না।

৯। পর্যবেক্ষক মোতায়েনঃ

৯.১ শুধুমাত্র অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকগণই নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন;

৯.২ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের একক ইউনিট হইবে উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা অথবা সংসদীয় নির্বাচনি এলাকা এবং ইহার ভিত্তিতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগের মাত্রা (scale) নির্ধারিত হইবে;

৯.৩ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার নয় এমন লোককে পর্যবেক্ষক হিসাবে মোতায়েন করিতে হইবে।

৯.৪ একই এলাকার জন্য একাধিক পর্যবেক্ষক সংস্থা আবেদন জানাইলে কোন সংস্থাকে কোন ইউনিটে মোতায়েন করা হইবে উহা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে;

৯.৫ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা প্রতি দলে অনধিক পাঁচজন করিয়া একাধিক ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষক দল নিয়োগ করিতে পারিবে। ভোটকেন্দ্রে কক্ষ ভিত্তিক কোন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যাইবে না; এইভাবে গঠিত দল নির্ধারিত ইউনিটের সকল ভোটকেন্দ্রের প্রতি কক্ষে স্বল্পসময়ের জন্য অবস্থান ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে;

৯.৬ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা উহার নির্ধারিত ইউনিটের ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনার কক্ষে এবং রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে ফলাফল একত্রীকরণের সময় একজন করিয়া পর্যবেক্ষক মোতায়েন করিতে পারিবে;

৯.৭ ভোট গণনা এবং ফলাফল একত্রীকরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য যাহাদের দায়িত্ব দেওয়া হইবে তাহাদের নাম ভোটগ্রহণের দিন সকালেই প্রিজাইডিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারকে জানাইতে হইবে। ভোট গণনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষক ভোট গণনা কক্ষ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। ত্যাগ করিলে তাহাকে পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না;

৯.৮ প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে নির্বাচনি আইন, বিধি-বিধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইতে হইবে এবং নিয়োগকারী সংস্থার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতে হইবে;

১০. পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র:

১০.১ অনুমোদিত পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন কমিশন হইতে মুদ্রিত বিশেষ নির্দেশনা সম্বলিত ‘পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র’ প্রদান করা হইবে। পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র হস্তান্তর যোগ্য নয়;

১০.২ যেইসব সংস্থা স্থানীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিবে তাহাদের পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের দপ্তর হইতে প্রদান করা হইবে;

১০.৩ রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসার পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ দাখিল করিলে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থাকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং ঐ পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণ মিশন হইতে প্রত্যাহারের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন;

১০.৪ কেন্দ্রীয়ভাবে যেইসব সংস্থা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিবে তাহাদের পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে প্রদান করা হইবে।

১১। পর্যবেক্ষকদের করণীয়ঃ

১১.১ কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় পর্যবেক্ষক পরিচিতি কার্ড সার্বক্ষণিকভাবে ঝুলাইয়া রাখিবেন যাহাতে উহা সকলের নিকট দৃশ্যমান হয়;

১১.২ পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই ভোটারের ভোট প্রদানের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজে যাতে বিঘ্ন না হয় সে বিষয়ে মনোযোগী থাকিবেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। যেখানে অবস্থান করিলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না ভোটকেন্দ্রের ভিতর এমন কোন জায়গায় স্বল্পসময়ের জন্য অবস্থান করিয়া নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন;

১১.৩ কোন অবস্থাতেই কোন পর্যবেক্ষক ভোট প্রদানের গোপন কক্ষে (marking place) প্রবেশ করিতে পারিবেন না;

১১.৪ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ কাজে স্বার্থের সংঘাত কিংবা অন্য পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকের অসঙ্গত আচরণ সম্পর্কে তাহার নিয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবেন।

১২। বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ:

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থা/কূটনৈতিক মিশনের নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হওয়ার বিধান নাই। আন্তর্জাতিক সংস্থা/কূটনৈতিক মিশনের বিদেশী কর্মকর্তা/কর্মচারী বিদেশী পর্যবেক্ষক এবং স্থানীয় কর্মকর্তাগণ স্থানীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে গণ্য হইবেন। বিদেশীদের বিদেশী পর্যবেক্ষক নীতিমালা অনুযায়ী এবং স্থানীয়দের স্থানীয় পর্যবেক্ষক নীতমালা অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

১৩। প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধানঃ

ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হইবার এক মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থা পর্যবেক্ষকদের নিকট হতে EO-4 ফরমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া প্রতিবেদন তৈরি করিবে এবং তা কমিশনে দাখিল করিবে। ভবিষ্যতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কীভাবে আরও উন্নত করা যায় তদসম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রতিবেদনে সংযুক্ত করিবে। তবে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে কোন বাধা হইবে না।

এছাড়া পর্যবেক্ষক সংস্থাকে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।

১৪। পর্যবেক্ষকদের আচরণ:

পর্যবেক্ষকগণ পর্যবেক্ষণকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করিবেনঃ

১৪.১ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে সংবিধান, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান অনুসরণ;

১৪.২ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কার্যে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকা;

১৪.৩ কোন প্রকার নির্বাচনি উপকরণ স্পর্শ বা অপসারণ করা হইতে বিরত থাকা;

১৪.৪ পর্যবেক্ষণের সময় সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনতা বা নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং এমন কোন আচরণ প্রদর্শন না করা যাহাতে কোন পর্যবেক্ষক কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রার্থীর সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত হন;

১৪.৫ নির্বাচনে প্রার্থী বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচয় বা চিহ্ন বহনকারী কোন কিছু পরিধান, বহন অথবা প্রদর্শন করা হইতে বিরত থাকা;

১৪.৬ কোন রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা তাহার এজেন্ট, নির্বাচনের সাথে জড়িত কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ বা ক্রয়ের চেষ্টা, সুবিধা গ্রহণ বা গ্রহণে উৎসাহিত করা হইতে বিরত থাকা; এবং

১৪.৭ নির্বাচন চলাকালীন পর্যবেক্ষকগণ মিডিয়ার সম্মুখে এমন কোন মন্তব্য করিবেন না, যাহা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত বা প্রভাবিত করিতে পারে।

১৫। বিবিধ:

নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকায় কোন ধরনের অনিয়ম যা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য হুমকি হইতে পারে, দেখতে পাইলে সেই বিষয়ে তাৎক্ষণিক নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। রহিতকরণ ও হেফাজত:
নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৭ এতদ্বারা রহিত করা হলো।

##

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।
www.ecs.gov.bd

ফরম EO-1

স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের আবেদন ফরম

১। **সংস্থার তথ্যাবলী ঃ**

ক. নামঃ..
খ. ঠিকানাঃ..
গ. টেলিফোন নং...
ঘ. ই-মেইলঃ...
ঙ. ওয়েবসাইটঃ..

২। **সংস্থার পক্ষে যোগাযোগকারীঃ**

ক. নামঃ..
খ. পদবীঃ...
গ. জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বরঃ...
ঘ. ফোন নম্বরঃ..
ঙ. মোবাইল ফোন নম্বরঃ..

৩। **ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ**

ক. সভাপতি/প্রধান নির্বাহীর নামঃ..
খ. জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বরঃ...
গ. ট্রাস্টি বোর্ডঃ..
ঘ. পরিচালনা পর্ষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদ/ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যঃ.....................................
[বিষয়সমূহের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে]।

৪। **নিবন্ধনঃ**

ক. নিবন্ধন বৎসরঃ..
খ. নিবন্ধন কর্তৃপক্ষঃ...
[নিবন্ধন সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে]
গ. নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলে নবায়ন করা হইয়াছে কিনাঃ......................................
[নবায়নকৃত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে]

৫। সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য [গঠনতন্ত্র সংযুক্ত করিতে হইবে] ....

৬। সংস্থার গত দুই বছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদনঃ...

৭। ইতঃপূর্বে নির্বাচন কমিশনে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত ছিল কিনা? ....
নিবন্ধিত থাকিলে নিবন্ধন নম্বরঃ

৮। নিবন্ধিত সংস্থা হিসেবে কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে কি না? ....
পর্যবেক্ষণ করে থাকলে তার অনুমতি এবং যেসব নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সংযুক্ত করিতে হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
[নাম ও পদবীসহ সীলমোহর]

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আগারগাঁও, ঢাকা।

www.ecs.gov.bd

দুই কপি
স্ট্যাম্প
সাইজ ছবি

ফরম EO-2

স্থানীয় পর্যবেক্ষক আবেদন ফরম

১। নাম :..

২। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর :..

৩। ঠিকানা :..

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা :..

৫। জন্মতারিখ :..

৬। মোবাইল নম্বর :..

৭। নিয়োগকারী পর্যবেক্ষক সংস্থা :..

৮। পূর্বে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকিলে উহার নাম ও সময় :..

৯। পূর্বের নিয়োগকারী সংস্থার নাম :..

১০। রেফারেন্স : পর্যবেক্ষক সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদানে সক্ষম এমন দুজন সুপরিচিত ব্যক্তির নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ঠিকানা ও ফোন নম্বর : (পর্যবেক্ষকের আত্মীয়, নির্বাচনের প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের নেতা হইবেন না)

১। ....

২। ....

....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখঃ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।
www.ecs.gov.bd

ফরম EO-3

পর্যবেক্ষকের অঙ্গীকারনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে-

১। আমি নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিব;

২। আমি আসন্ন নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রার্থীর কর্মী নই এবং আমি নিজেও প্রার্থী নই;

৩। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের সময় প্রার্থী, রাজনৈতিক দল এবং কোন কমিটি, আন্দোলন বা সংস্থার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন আনুকূল্য প্রদর্শন হইতে বিরত থাকিয়া আমি কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিব। ইহা ছাড়া আমি প্রার্থী বা তাহাদের এজেন্টদের নিকট হইতে যে কোন ধরনের সহায়তা বা হুমকি প্রত্যাখ্যান করিয়া সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করিব;

৪। নির্দলীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে আমি নির্বাচন প্রক্রিয়ার যেই সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেছি সেই সকল বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্ভুল ও নিরপেক্ষ তথ্যাদি আমার নিয়োগকারী সংস্থাকে প্রদান করিব;

৫। আমি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালার মর্ম অবহিত হইয়াছি। আমার দ্বারা উহার কোন লঙ্ঘন হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

স্বাক্ষর :
আবেদনকারীর নাম :
জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর :
সংস্থার নাম :
ঠিকানা :

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা
www.ecs.gov.bd

ফরম EO-4

নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিবেদন

নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করিয়া অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর। ভোটকেন্দ্র পর্যায়ে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য নির্বাচন কমিশন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি উৎসাহিত করিয়া থাকে। সেই লক্ষ্যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত সকল সংস্থার নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ পরবর্তী তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষণ সংস্থা কর্তৃক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রদানের সুবিধার্থে এই EO-4 ফরম প্রণয়ন করা হইয়াছে। পর্যবেক্ষক সংস্থা উহার নিয়োজিত সকল পর্যবেক্ষকের মাধ্যমে কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যসংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। সংস্থার পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করিবার পর কোন সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকিলে তাহা নির্ধারিত স্থানে লিখিতে হইবে। অনিয়ম বা ত্রুটি সম্পর্কে কোন ঘটনা/কেন্দ্রের তালিকা প্রদানের প্রয়োজন হইলে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

প্রথম খন্ড

১। পর্যবেক্ষক সংস্থার নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর :..
....

২। নির্বাচনের প্রকৃতি (যে কোন একটিতে চিহ্ন দিন)

☐ জাতীয় সংসদ ☐ সিটি কর্পোরেশন ☐ উপজেলা পরিষদ ☐ পৌরসভা
☐ ইউনিয়ন পরিষদ ☐ অনান্য

৩। (ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনি এলাকা :

☐ জাতীয় সংসদ ☐ সিটি কর্পোরেশন ☐ উপজেলা পরিষদ ☐ পৌরসভা
☐ ইউনিয়ন পরিষদ ☐ অনান্য

(খ) নির্বাচনি এলাকার নাম :..
নম্বর (যেখানে প্রযোজ্য):...
(গ) উপজেলা/থানা...(ঘ) জেলাঃ...

৪। (ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা :.............................(খ) পরিদর্শিত ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা:.......................

৫। রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও কর্মস্থল:...

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

(ভোটকেন্দ্রের উপযুক্ততা, ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, ভোটকেন্দ্র ও নির্বাচনি এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভোটকেন্দ্রে ভোটগণনা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে) :

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

সুপারিশসমূহ (যদি থাকে) :

....
....
....
....
....
....
....
....
....

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

তারিখ:
স্থান :

স্বাক্ষর :
পূর্ণ নাম :
জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর :
পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রধান :
মোবাইল নম্বর :